পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৮ বছর পূর্তি

শান্তি ও উন্নয়নের অভিযাত্রা সফল হোক

বিশেষ ক্রোড়পত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৮ অগ্রহায়ন ১৪২২
০২ ডিসেম্বর ২০১৫

বাণী

পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ১৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে দিবসটি পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং রাঙ্গামাটি নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অপার আধার। যুগযুগ ধরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছেন। তাদের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এ অঞ্চলকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতা ও উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।

শান্তি ও স্থিতিশীলতা উন্নয়নের পূর্বশর্ত। তাই পার্বত্য অঞ্চলের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এবং জনগণের জীবনমান উন্নত করতে পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর ছিল একটা অনন্য মাইলফলক। আমি বিশ্বাস করি শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির উন্নয়নে পারস্পরিক ভেদাভেদ ভুলে আমি দলমত নির্বিশেষে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ১৮ বছর পূর্তি উদযাপনের লক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

মোঃ আবদুল হামিদ

সংসদ উপনেতা
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ও
আহবায়ক
শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি।

১৮ অগ্রহায়ন ১৪২২
০২ ডিসেম্বর ২০১৫

বাণী

ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ১৮ বছর পূর্তিতে আমি পার্বত্যবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এই অঞ্চলকে নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে তাদের নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াস পেয়েছে। তারা সেখানে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি, আলোচনার পরিবর্তে অস্ত্রের ঝনঝনানি আর সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে উস্কে দিয়েছে বার বার। এমনি এক সংঘাতময় পরিস্থিতিতে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বের ফলে স্বাক্ষরিত এ চুক্তি পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে অনাগ্রহ ও নিষ্ক্রিয়তার কারণে যে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা কাটিয়ে উঠে ইতোমধ্যেই চুক্তির সফল পূর্ণবাস্তবায়নে গতি ফিরে এসেছে।

নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিশেষ ঐতিহ্যমন্ডিত পার্বত্য অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে যুগান্তকারী এই চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে আমি সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ।

বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, এম.পি

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ১৮ বছর

মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের লীলাভূমি অর্থনৈতিকভাবে বিশাল সম্ভাবনাময় পার্বত্য চট্টগ্রামে নানা ভাষাভাষী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আবাসভূমিতে প্রায় দুই যুগ ধরে চলমান সশস্ত্র ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসানে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে। পার্বত্যাঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা দেশে বিদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি নামে পরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও উন্নয়নের নবযাত্রার সূচনা হয়।

পার্বত্যাঞ্চলের দীর্ঘ দিনের চলমান সংঘাতকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং দুরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ জনাব আবুল হাসনাত আবদুল্লাকে প্রধান করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়ে উক্ত কমিটি সশস্ত্র আন্দোলনরত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে দ্বিপাক্ষিক অনেকগুলি বৈঠক অনুষ্ঠান তথা আলোচনার মাধ্যমে একটি সমঝোতায় উপনীত হন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে শান্তির সনদ "পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি" স্বাক্ষরিত হয়। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ প্রায় দুই যুগের সংঘাতের অবসান ঘটে। পাহাড় থেকে পাহাড়ে বয়ে যায় শান্তির সুবাতাস এবং সহজ-সরল পাহাড়ী মানুষের মনে জেগে উঠে অনাবিল শান্তি ও স্বস্তির আশ্বাস। দীর্ঘ দিনের গোলা বারুদের গন্ধমুক্ত বাতাসে পার্বত্যবাসীর নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ সৃষ্টিকারী এই চুক্তিটি পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি নামে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় স্থান দখল করেছে যা আন্তর্জাতিক মহলেও বিপুল প্রশংসা কুড়িয়েছে।

লারমা) তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করে তথা অশান্তি ও হানাহানির পথ ছেড়ে শান্তি, প্রগতি এবং অগ্রগতির অভিযাত্রায় সামিল হ'ন।

শান্তি চুক্তি সফল বাস্তবায়নের মানসে তিনটি জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে, শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুর্নবাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুর্নবাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। সৃষ্টি করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় অর্থাৎ সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে এক নবযাত্রার শুভ সূচনা হয়। উত্তপ্ত পাহাড়ের যে সকল পরিবার শরণার্থী হয়েছিল পার্শ্ববর্তী দেশে, তারা ফিরে আসে মাতৃভূমিতে, তাদের পূণর্বাসন করা হয় প্রয়োজনীয় এবং প্রতিশ্রুত সুযোগ সুবিধাসহ। পার্বত্যাঞ্চলের প্রধান সমস্যা ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ইতোমধ্যে আইন সংশোধনের মাধ্যমে ভূমি কমিশনকে যুগোপযোগী এবং অধিকতর কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শান্তি চুক্তির শর্তানুযায়ী চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণ, ১৫টি ধারা আংশিক এবং অবশিষ্ট ৯টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়াধীন ৩০টি বিভাগ/বিষয় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে ৩০টি বিষয়/বিভাগ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে এবং ২৮টি বিভাগ/বিষয় বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত হয়েছে। বর্ণিত বিভাগ/বিষয়গুলো হস্তান্তরের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কর্মপরিধি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পার্বত্য মানুষের জন্য সেবা প্রাপ্তির স্থান নিকটবর্তী ও সহজলভ্য হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং প্রশাসনিক বিষয়াদি তদারকির দায়িত্ব রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের উপর। সম্প্রতিকালে আঞ্চলিক পরিষদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটির জন্য সরকার কর্তৃক একটি বিধিমালা প্রণয়ন করতঃ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে, ফলে প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্মে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টা, পার্বত্যবাসীর প্রতি উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পার্বত্য এলাকার শান্তি ও উন্নয়নের সুবাতাস দ্রুত গতিময়তা পেয়েছে। আমরা আশাবাদী পার্বত্য এলাকার শান্তির পরিবেশ আরও সুসংহত হবে এবং অদুর ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা হবে শান্তি ও উন্নয়নের রোল মডেল

লেখক ঃ অতিরিক্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটি

১৮ অগ্রহায়ন ১৪২২
০২ ডিসেম্বর ২০১৫

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ১৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এ চুক্তি স্বাক্ষরের সন্ধিক্ষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে শান্তি বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের নাগরিকগণের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করাসহ সকল নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সরকারের সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করে। শান্তি চুক্তির সুবাদে দীর্ঘ রাজনৈতিক হানাহানি আর সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হয় পারস্পরিক আস্থা আর সহনশীলতা। বিগত জোট সরকারের সময় এ অঞ্চলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। বর্তমান মহাজোট সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পার্বত্য চুক্তির অধিকাংশ শর্তই ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাকিগুলো বাস্তবায়নের পথে।

আশা করছি ভবিষ্যতে এ উন্নয়নের অগ্রযাত্রা আরও দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাবে। পার্বত্য অঞ্চলের অফুরান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ন্যায় এ-অঞ্চলটি সমৃদ্ধ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ভরে উঠুক-এ প্রত্যাশা করছি।

আমি এ মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

র.আ.ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, এম.পি

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ অগ্রহায়ন ১৪২২
০২ ডিসেম্বর ২০১৫

বাণী

বাংলাদেশের এক রূপময় ভূ-খন্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিন পার্বত্য জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম। ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার আন্তরিক উদ্যোগে সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে দুই দশকের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসানে পার্বত্য জনপদে ফিরে আসে শান্তি ও স্বস্তি। গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পুনর্গঠিত হয় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ। বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় নেয়া হয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ধারাবাহিক সফল বাস্তাবয়নের মাধ্যমে এই অঞ্চলে বসবাসকারী ১১টি সম্প্রদায় ও বাংলাভাষী মানুষের জীবনে সূচিত হয়েছে দিন বদলের পালা। উন্নয়নের ধারাকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে আগামী দিনের উন্নত-সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম গড়ার রূপরেখা। মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নেয়া হচ্ছে নানা আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা যার বাস্তবায়নের মাধ্যমে অচিরেই সুচিত হবে দৃশ্যমান পরিবর্তন তথা সমৃদ্ধি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় শান্তি চুক্তির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এবং সম্প্রীতি ও উন্নয়নের মেলবন্ধন রচনার মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলার মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের অষ্টাদশ বার্ষিকীতে শান্তি ও সমৃদ্ধির অভিযাত্রা অব্যাহত থাকুক-এ কামনা করি।

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ অগ্রহায়ন ১৪২২
০২ ডিসেম্বর ২০১৫

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ১৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি পার্বত্য জেলাসমূহের জনগণ ও দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সংঘাতময় পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর কোন তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । বিশ্ব ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঘটনা।

এই চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের জাতিগত হানাহানি বন্ধ হয়। অনগ্রসর ও অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি ও উন্নয়নের ধারা। দেশের অখণ্ডতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার লক্ষ্যে একটি মহান পদক্ষেপ হিসেবে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির জন্য ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার অর্জন এই চুক্তির আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি।

পঁচাত্তর-পরবর্তী সরকারগুলো পার্বত্য অঞ্চলের সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বাঙালি-পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। খুন, রাহাজানি, অত্যাচার-অবিচার, ভূমি জবরদখল এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার এ অঞ্চলকে আরো অস্থিতিশীল করে তোলে। আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর বিবদমান সব পক্ষের সাথে ফলপ্রসু আলোচনা করি। সবাইকে শান্তির পথে ফিরিয়ে আনি। শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। সবাই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

বিএনপি-জামাত জোট ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে ঐতিহাসিক এই চুক্তির চরম বিরোধিতা করে পার্বত্য অঞ্চলকে পুনরায় অস্থিতিশীল করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের এ হীন উদ্দেশ্য সফল হয়নি। আমরা পার্বত্য চুক্তির আলোকে এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ গঠন করি। আমাদের সরকার এ অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো, মোবাইল নেটওয়ার্কসহ সকল খাতের উন্নয়নের ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। উপজাতি নৃগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি সমুন্নত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ভূমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পার্বত্য জেলাসমূহের নৈসর্গিক সৌন্দর্য সমুন্নত রাখা ও পর্যটন শিল্পের প্রসারেও আমরা নানামূখী উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে আজ পার্বত্য জেলাসমূহ কোন পিছিয়ে পড়া জনপদ নয়। দেশের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এ অঞ্চলের জনগণ সম-অংশীদার।

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র শান্তির ধারা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। এ শান্তির ধারা আমরা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে চাই।

আমি পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ অগ্রহায়ন ১৪২২
০২ ডিসেম্বর ২০১৫

বাণী

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তির ১৮ বছর পূর্তিতে আমি পার্বত্যবাসীসহ দেশের শান্তিকামী সকল মানুষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

যুগান্তকারী এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরই ১৯৯৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের মধ্য দিয়ে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী দীর্ঘদিন বিরাজমান ভূমি সমস্যা সমাধানে ভূমি কমিশন ও শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্থ নির্দিষ্টকরণ ও পুর্নবাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠনসহ অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে থাকে। বর্তমানে উন্নয়ন আর অগ্রগতির এ ধারা আরো গতিশীল ও সুদৃঢ় হয়েছে।

বর্তমান সরকারের সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি, ভূমি কমিশন, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদসহ সমস্ত কমিটি পূনর্গঠন করা হয়েছে। ভূমি বিরোধ সমস্যা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন-২০০১ এর কয়েকটি ধারা সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ কাজ করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭২ টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, ১৫ টি ধারা আংশিক এবং ৯টি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

তাছাড়া পার্বত্য এলাকায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, ধর্মীয় তথা গ্রামীণ অবকাঠামো খাতে ব্যাপক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়নের ধারা এ এলাকায় দীর্ঘদিন চলমান সাংঘর্ষিক অবস্থার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর পারস্পরিক সহনশীলতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে।

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ১৮ বছর পূর্তিতে আমি এর পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা এবং ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভূমিকা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি